সমাজ বদলের সংগ্রাম

বাংলাদেশ দলিত পরিষদ (বিডিপি)

কেশবপুরে শ্মশান থেকে দলিত শ্রেণীর মৃতদেহ বিতাড়িত; দোষীদের শাস্তির দাবিতে দলিতদের বিক্ষোভ প্রদর্শন।

তোরা নিচু জাত, তোদের ব্রাক্ষ্মন, কায়েতদের চিতায় লাশ দাহন করার কোন অধিকার নেই, বেরিয়ে যা। অদ্য ২০/১০/১১ ইং তারিখ কেশবপুর উপজেলার ভালুকঘর গ্রামের দলিত শ্রেণীর ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদের আপনজন আনন্দ দাসের মৃতদেহের শেষকৃত্য করতে ভালুকঘর রথখোলা শ্মশানে নিয়ে গেলে উপস্থিত অধ্যাপক অসীম ভট্টাচার্য্য বাপ্পীর নেতৃত্বে উক্ত শ্মশানের কমিটির সভাপতি ডা: অজিত ঘোষ, ল্যাংকা সুড়ি, গৌর মল্লিক, রনজিত মাস্টার প্রমূখের প্রত্যক্ষ মদদে মারধর করতে উদ্যত হয়ে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলে মৃতবরনকারী আনন্দ দাসের স্বজনেরা বাধ্য হয়ে দূরবর্তী নদীর পাশের আস্তাকুড়ের একটি জায়গায় মৃতদেহ দাহন করতে বাধ্য হয়।

মৃতদেহযাত্রী নিত্য দাসের আর্তনাদের প্রেক্ষিতে খবর পেয়ে বাংলাদেশ দলিত পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঘটনা পরিদর্শনকালে জানতে পারেন এ সকল হৃদয়বিদারক স্পর্শকাতর ঘটনা। ঘটনার প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা জানাতে তাই লাশ অন্যত্রে দাহন করে বাড়িতে না ফিরেই কয়েকশত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষরা কেশবপুর উপজেলার ত্রিমোহনীর চৌরাস্তার মোড়ে মিলিত হয়ে অস্পৃশ্যতার চর্চাকারী ও শ্মশানে দলিতদের উপর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করে। প্রতিবাদ সভায় এহেন ঘৃন্য ও ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মশিয়ার রহমান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা মফিজুর রহমান নান্নু, বাংলাদেশ দলিত পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক অশোক দাস, সমন্বযকারী বিকাশ দাস এবং বাংলাদেশ দলিত পরিষদ কেশবপুর শাখার সভাপতি উজ্জল দাস। বক্তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে বলেন যখন হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পূজা হয় তখন সার্বজনীন এই মন্দির কর্তৃপক্ষের নেতারা ঋষিদের নিকট থেকে চাদা গ্রহণ করেন। অথচ ঋষিদের টাকায় কোন অপবিত্রতা নেই কিন্তু শ্মশানের চিতার লাশ দাহন করা অপরাধ, পবিত্রতা নষ্ট হয় তথাকথিত রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার এই ঘৃণ্যজাল যারা আটকে পড়ে আছে তাদের সম্মানের। এ সময় নেতৃবৃন্দ গত বছর ২০১০ সালে কেশবপুরের মজিদপুর ঋষিদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার হীনউদ্দেশ্যে যে হামলা হয়েছিল তার প্রতিবাদ করায় দলিত জনগোষ্ঠীর নেতাদের জড়িয়ে মিথ্যা মামলা দেওয়ার মত অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং দলিতরা যে মানবাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ সমমর্যাদা দাবি করছে তা সহ্য করতে না পেরে সে সকল অপশক্তিই এ ধরনের বর্বরতামূলক ঘটনার নায়ক বলে দাবি করে আরও বলেন, বাংলাদেশ সংবিধানে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান বলা হলেও এর আলোকে বৈষম্য বিরোধী কোন আইন না থাকায় আজকের আধুনিক সভ্যতার যুগেও দলিতদের অস্পৃশ্যতার শিকার হতে হচ্ছে হরহামেশাই। এই শুচি, অশুচিমূলক বৈষম্যের কারনে বঞ্চিত হতে হয় মৌলিক ও মানবাধিকার থেকে। আমরা কি মুচি বলে মানুষ নই, মুচি সমাজে জন্ম নেয়াটা কি আমাদের অপরাধ, এই দাসত্ব থেকে কোনদিন আমাদের মুক্তি নেই? মানবতার বিবেকের কাছে এ সকল প্রশ্ন রেখে সম্প্রতি নারায়নগঞ্জের রুমা দাস ধর্ষন ও হত্যা এবং প্রতিবন্ধী ঋষি সম্প্রদায়ের গৃহবধু গীতা ঋষির ধর্ষন ও মৃতদেহ দাহন করতে না দেয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে সারাদেশে আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারী উচ্চারন করেন। তাঁরা দাবি করেন, দলিতদের প্রতি শোষন, নীপিড়ন ও নির্যাতনের বিলোপ ঘটাতে তাই দরকার বৈষম্য বিরোধি আইন ও অস্পৃশ্যমূলক আচরন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষনা করা।

মৃতের স্বজন নিত্য দাস, মান্দার দাসসহ অন্যান্যরা এহেন বর্ণ ও অস্পৃশ্যমূলক আচরনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি দলিতদের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে স্থানীয় প্রশাসন, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক দলিত ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আশুহস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।

প্রতিবেদক-

বিকাশ দাশ
সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ দলিত পরিষদ।

অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সচিবালয়ঃ পরিত্রাণ মনিরামপুর শাখা, গ্রামঃ দুর্গাপুর, ডাক+উপজেলাঃ মনিরামপুর, যশোর। মোবাঃ০১৭২০-৫৮৭১৭২, ফোনঃ ০৪২২৭৭৮১৭৬, ইমেলঃ parittran @Yahoo.com